অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বাংলাদেশের শিল্প খাত বড় শিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অতি ক্ষুদ্র শিল্প (এসএমএমআই) এবং কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন উপখাতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বড় শিল্প থেকে উৎপাদন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২,৩১,৩৮৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আনুমানিক ৪,৩০,৩২০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একই সময়ে এসএমএমআই এবং কুটির শিল্প যথাক্রমে ২,৪৯,৬৯৬ কোটি টাকা এবং ১,৪৩,৩৫১ কোটি টাকা অবদান রেখেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতের সম্মিলিত উৎপাদন ৮,২৩,৩৮১ কোটি টাকায় পৌঁছানোর প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এই খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে। জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২ এবং এসএমই নীতি ২০১৯-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাগুলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ এবং প্রযুক্তি গ্রহণকে উৎসাহিত করে এই সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। CMSME (ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ) খাত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যেখানে নারী উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদানসহ ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩,২৯,৪৩৩টি প্রতিষ্ঠানে ৫৩,১০৭.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অধিকন্তু ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্পে কৌশলগত বিদেশি বিনিয়োগ এবং জাইকার সহায়তায় পরিচালিত ফুড ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মতো কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোগগুলো এই খাতের বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য নিয়ে চামড়া খাত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান যেমন বিসিআইসি, বিএসইসি, এবং বিজেএমসি জাতীয় উৎপাদন এবং টেকসই কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যেখানে বিএসইসি এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিক্রয় দাড়িয়েছে ৬৭৮.৬৬ কোটি টাকা। BITAC এবং DIFE-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় অর্জিত এই অগ্রগতিগুলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখতে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। বাংলাদেশের শিল্প খাত ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে বৃহৎ, ক্ষুদ্র, মাঝারি, অতি ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পসহ সব উৎপাদন উপখাতে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের মন্দা সত্ত্বেও উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী বৃহৎ শিল্পসমূহের উৎপাদন ২,৩১,৩৮৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪,৩০,৩২০ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির পর প্রবৃদ্ধির হার স্থিতিশীল থেকে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অতি ক্ষুদ্র শিল্প (SMMI) খাত ১,৪২,১০২ কোটি টাকা থেকে ২,৪৯,৬৯৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের মন্দার পর স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা কুটির শিল্প ৭৮,৮২৯ কোটি টাকা থেকে ১,৪৩,৩৫১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্প খাত ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে বৃহৎ, ক্ষুদ্র, মাঝারি, অতি ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পসহ সব উৎপাদন উপখাতে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের মন্দা সত্ত্বেও উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী বৃহৎ শিল্পসমূহের উৎপাদন ২,৩১,৩৮৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪,৩০,৩২০ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির পর স্থিতিশীল থেকে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অতি ক্ষুদ্র শিল্প (SMMI) খাত ১,৪২,১০২ কোটি টাকা থেকে ২,৪৯,৬৯৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্দার পর নিয়মিত প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কুটির শিল্প ৭৮,৮২৯ কোটি টাকা থেকে ১,৪৩,৩৫১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কিছুটা মন্দার পর পুনঃশক্তিশালী হয়ে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ৪৫২,৩৩৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সম্ভাব্য ৮২৩,৩৮১ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, শিল্প উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে অবদান রেখে চলেছে। সারণি ৮.১-এ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের পরিমান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলো:

সারণি ৮.১: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা

শিল্প	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
বৃহৎ শিল্প	২৩১৩৮৮	২৫৭০১৬	২৮৯৮৮৫	২৯১০৭২	৩২১৯৬৭	৩৭২৪৫২	৪০৩৬৭৫	৪৩০৩২০
প্রবৃদ্ধির হার	৪.৬৩	১১.০৮	১২.৭৯	০.৪১	১০.৬১	১৫.৬৮	৮.৩৮	৬.৬০
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১৪২১০২	১৫৭৮৮২	১৭৪৬৩২	১৭৯৩২৫	২০৪২৪১	২১৪১২৬	২৩৩৭০৮	২৪৯৬৯৬
	১০.০৬	১১.১০	১০.৬১	২.৬৯	১৩.৮৯	৪.৮৪	৯.১৫	৬.৮৪
কুটির শিল্প (কটেজ)	৭৮৮২৯	৮৪৭০০	৯৬৭০৪	১০০২৫৭	১১০৫৫৭	১২২৮৪৭	১৩৫১৩৯	১৪৩৩৫১
প্রবৃদ্ধির হার	৯.২৯	৭.৪৫	১৪.১৭	৩.৬৭	১০.২৭	১১.১২	১০.০১	৬.০৮
মোট	৪৫২৩৩৪	৪৯৯৬২০	৫৬১২৪৪	৫৭০৬৫৭	৬৩৬৭৮৯	৭০৯৪৪৫	৭৭২৫৪০	৮২৩৩৮১
প্রবৃদ্ধির হার	৭.০৯	১০.৪৫	১২.৩৩	১.৬৮	১১.৫৯	১১.৪১	৮.৮৯	৬.৫৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক

জাতীয় শিল্পনীতি

দ্রুত শিল্পায়ন টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বিশেষভাবে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের ক্ষেত্রে একটি জাতির অগ্রগতি এর অভাবে উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হবে যা বহু খাতের উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে, বাংলাদেশ সরকার শিল্প প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য নানামূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নত করার মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২। দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারণ এটি অর্জিত হয়।এই নীতিটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, শ্রমঘন এবং রপ্তানিমুখী শিল্প সম্প্রসারণ, শিল্পজাত পণ্যের বহুমূখীকরণ, সেবা খাতের উন্নয়নকে উৎসাহিত করা এবং আইসিটি-ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্ব দেয়। এছাড়াও, এটি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করে।এই লক্ষ্যগুলোর সফল বাস্তবায়ন সহজতর করতে, নীতিতে বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ তরান্বিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক

উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক উৎপাদন শিল্পে পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মধ্য থেকে বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের জন্য উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর (সূচক = ১০০) ধরে নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, সকল খাত (বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতিক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্প) ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বৃহৎ শিল্প খাতে সর্বোচ্চ সামগ্রিক বৃদ্ধি হয়েছে, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০১.৬৫ শতাংশ বেড়েছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতিক্ষুদ্র শিল্প খাত ১০৬.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৫.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। কুটির শিল্প খাত ৮৮.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মিলিত খাতের মোট সূচক ১০০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৮.২-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উৎপাদন সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো:

সারণি ৮.২ ঃ বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উৎপাদন সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার
(ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬=১০০)

শিল্প	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
বৃহৎ শিল্প	১০০.০০	১১০.১০	১২৭.৬৮	১৪৭.৯৪	১৪৮.৭৪	১৬৫.৪৯	১৮৬.০৪	২০১.৬৫
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প	১০০.০০	১১৩.৪০	১২৯.৪১	১৪৭.৮৭	১৪৭.৭৫	১৬৪.০৭	১৮৯.৩৩	২০৬.৪৩
কুটির শিল্প (কটেজ)	১০০.০০	১০৯.৪৭	১১৮.৬০	১৩৪.০১	১৩৯.৭৬	১৫৯.১৭	১৭১.৩৯	১৮৮.৪৭
মোট	১০০.০০	১১১.০০	১২৬.৬৬	১৪৫.৫৪	১৪৬.৯১	১৬৩.৯৮	১৮৪.৫৫	২০০.৮৬
শতাংশ পরিবর্তন (%)								
বৃহৎ শিল্প	-	১০.১০	১৫.৯৭	১৫.৮৭	০.৫৪	১১.২৬	১২.৪২	৮.৩৯
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প	-	১৩.৪০	১৪.১২	১৪.২৬	(০.০৮)	১১.০৫	১৫.৪০	৯.০৩
কুটির শিল্প (কটেজ)	-	৯.৪৭	৮.৩৪	১২.৯৯	৪.২৯	১৩.৮৯	৭.৬৮	৯.৯৭
মোট	-	১১.০০	১৪.১১	১৪.৯১	০.৯৪	১১.৬২	১২.৫৪	৮.৮৪

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises-CMSMEs) অর্থায়ন

কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এই খাতটি শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তদুপরি, সিএমএসএমই খাত নারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকসহ সুবিধা বঞ্চিত উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল প্রান্তিক পর্যায়ে সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সিএমএসএমই খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এফআই) জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। সিএমএসএমই খাত সম্প্রসারণ ও বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন

নিশ্চিত করা এই সকল স্কিমের মূল লক্ষ্য। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ঋণ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা খাতের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কৃষি-ভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র এবং ছোট শিল্পে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল, ইসলামি শরিয়া-ভিত্তিক অর্থায়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল, এবং কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত কর্মসূচি যেমন কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, জাইকা-সহায়তাপ্রাপ্ত এসএমই উন্নয়নের জন্য আর্থিক খাত প্রকল্পের (এফএসপিডিএসএমই) পুনঃঘূর্ণায়মান তহবিল, এবং জাইকা-সহায়তাপ্রাপ্ত নগর নির্মান নিরাপত্তা প্রকল্প (ইউবিএসপি)। এছাড়াও বাংলাদেশর তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তা সংস্কার এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (এসআরইইউপি), কোভিড-১৯ জরুরি এবং সংকট প্রতিক্রিয়া সুবিধা প্রকল্প (সিইসিআরএফপি), এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী ক্ষুদ্র পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়তা প্রকল্প (এসপিসিএসইসিপি) সহ অন্যান্য উদ্যোগগুলো একটি স্থিতিশীল এসএমই পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি বাংলাদেশর তৈরি পোশাক (আরএমজি)

খাতের নিরাপত্তা সংস্কার এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (এসআরইইউপি), কোভিড-১৯ জরুরি এবং সংকট প্রতিক্রিয়া সুবিধা প্রকল্প (সিইসিআরএফপি), এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী ক্ষুদ্র পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়তা প্রকল্প (এসপিসিএসইসিপি) সহ অন্যান্য উদ্যোগগুলো একটি স্থিতিশীল এসএমই পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে, বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (এনবিএফআই) সিএমএসএমই খাতে অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সিএমএসএমই খাতে মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ৩,০৩,৯৭০.১০ কোটি টাকা। একই সময়ে, মোট ৩,২৯,৪৩৩টি সিএমএসএমইকে ৫৩,১০৭.৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ৬৭,৭৬৪টি নারী-নেতৃত্বাধীন এসএমই উদ্যোগ ৩,৬৯৫.২৯ কোটি টাকা অর্থায়ন পেয়েছে, যা লিঙ্গ অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অব্যাহত গুরুত্বকে তুলে ধরে।

সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

সিএমএসএমই খাতে ২০১০ সাল থেকে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তখন থেকে, ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (এনবিএফআই) বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ভিত্তিক তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ করছে। সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ব্যাংক ও এনবিএফআইগুলোর জন্য ক্যামেলস (CAMELS) রেটিং নির্ধারণ এবং নতুন শাখা খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৯ সালে ব্যাংক ও এনবিএফআই একত্রে ১,৭৬,৯০২.০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৬৭,৯৭০.৬৭ কোটি টাকা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ করেছে, যা তাদের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৪.৯৫ শতাংশ। টেবিল ৮.৩-এ ২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যাংক ও এনবিএফআইগুলোর মাধ্যমে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৮.৩: ২০১০ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১
২০১৮	১৬১০৩১.৮৯	৬৬৯৩৬.২১	৫৫৭৩৯.৬১	৩৬৮৩৪.২৫	১৫৯৫১০.০৭	৫৫১৭.০৯	৯৯.০৫
২০১৯	১৭৬৯০২.০০	৭২৫২২.৩৭	৫৮৭১৫.৩১	৩৬৭২৩.৯৯	১৬৭৯৬১.৬৭	৬১০৮.৯৯	৯৪.৯৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

SESPD সার্কুলার নং: ২/২০১৯ অনুযায়ী, সিএমএসএমই লক্ষ্যমাত্রা বিতরণকৃত পরিমাণের পরিবর্তে নিট স্থিতি পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত তথ্য নিচে প্রদান করা হলো:

সারণি-৮.৪: ২০২০ হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সিএমএসএমই খাতে নিট স্থিতির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	নিট স্থিতির পরিমাণ			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০২০	২২৯১৫৩.২১	৮৩৪৫৫.৬১	৮০৮৪৩.৩৪	৪২৫০৪.৬৮	২০৬৮০৩.৬৩	৮২৪৪.৪৬	৯০.২৫%
২০২১	২৫২৭৬০.৬৪	৮৭৯৩৪.৪৫	৮৩০০৭.২৯	৪৪৮৪৪.৫৬	২১৫৭৮৬.৩০	৮৮০১.৫৪	৮৫.৩৭%
২০২২	২৮৫৫৬৫.৬৯	৯৮৫৪৮.১৯	৯৫৫১৬.৯৬	৪৮৩১১.৬২	২৪২৩৭৬.৭৭	১৩৭৪৪.৫৭	৮৪.৮৮%
২০২৩	৩৪৫৮১৯.১২	১২৭২০০.৬৫	১১১৮২১.৩৭	৬৫২১৯.৪৩	৩০৪২৪১.৪৫	১৯৬১৩.৪৬	৮৭.৯৮%

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১০ সাল থেকে সিএমএসএমই খাতে লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ প্রদান শুরু হয়েছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ঋণের লক্ষ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিতরণকৃত পরিমাণের ভিত্তিতে গণনা করা হতো। ২০২০ সাল থেকে, এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং ০২: "সিএমএসএমই অর্থায়নের মাস্টার সার্কুলার", তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুযায়ী, নিট স্থিতির ভিত্তিতে ঋণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। ২০২১ ও ২০২২ সালে ব্যাংক ও এনবিএফআইসমূহ যথাক্রমে ১,৮৫৪.২৮ বিলিয়ন টাকা এবং ২,২০৪.৮৯ বিলিয়ন টাকা সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে। ২০২১ সালে সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিমের নিট স্থিতি ছিল ২,১৫৭.৮৬ বিলিয়ন টাকা, যা বার্ষিক সিএমএসএমই নিট স্থিতি লক্ষ্যমাত্রার (২,৫২৭.৬০ বিলিয়ন বা ২,৫২,৭৬০.৬৪ কোটি টাকা) ৮৫.৩৭ শতাংশ। ২০২২ সালে নিট স্থিতি ছিল ২,৪২৩.৭৫ বিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংক ও এনবিএফআই কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (২,৮৫৫.৬৫ বিলিয়ন টাকা) ৮৪.৮৮ শতাংশ। পরবর্তীতে, এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং ০৪, তারিখ: ১৬/০৩/২০২৩ অনুযায়ী, ২০২৩ সাল থেকে ঋণের স্থিতির ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে।

সারণি-৮.৫: ২০২৩ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সিএমএসএমই খাতে ঋণের স্থিতির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	ঋণের স্থিতির পরিমাণ			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০২৩	৩৪৫৮১৯.১২	১২৭২০০.৬৫	১১১৮২১.৩৭	৬৫২১৯.৪৩	৩০৪২৪১.৪৫	১৯৬১৩.৪৬	৮৭.৯৮%
২০২৪ মার্চ পর্যন্ত	৩৮৯৩১৯.১৬	১২৬২০১.৪১	১১০৭১৩.৯৪	৬৭০৫৪.৭৪	৩০৩৯৭০.১০	১৯০৫৫.৪০	৭৮.০৮%

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২৩ সালে ব্যাংক ও এনবিএফআইসমূহ সিএমএসএমই খাতে মোট ২,২৯৩.১২ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ২০২৩ সালে সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিমের মোট স্থিতি ছিল ৩,০৪২.৪১ বিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংক ও এনবিএফআই কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (৩,৪৫৮.১৯ বিলিয়ন টাকা) ৭৮.৯৮ শতাংশ ছিল। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত সিএমএসএমই ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৩১.০৭ বিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সিএমএসএমই খাতে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩,০৩৯.৭০ বিলিয়ন টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৭৮.০৮ শতাংশ।

সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিল ও প্রকল্পসমূহ

সিএমএসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি সিএমএসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক

কর্তৃক উন্নয়নসহযোগী সংস্থা জাইকা, ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব অর্থায়নে ১২টি তহবিল ও প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এই তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সারণি-৮.৬ এ দেখানো হলো:

সারণি ৮.৬: SME পুনঃঅর্থায়ন এর সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পূর্ব-অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১	সিএমএসএমই স্টিমুলাস প্যাকেজ (১০০০০ কোটি টাকা)	১০৩৪২.২০	২৭৭৫৮৬
২	সিএমএসএমই খাতে মেয়াদি ঋণ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	২০৫২৭.৪৫ (২৪৬৫.৭০ পুনঃঅর্থায়ন ১৮০৬১.৭৫ প্রাক অর্থায়ন)	৩৬০০০৩ (শুধু পুনঃঅর্থায়ন)
৩	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৩১১১.৩০	৪৭৯৮
৪	**কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ও ছোট** খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	২৮৭.৯৮	৩৬৭৮
৫	স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (নারী)	৮৪৯৫.৬৭	৬১৯২৪
৬	ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭১১.৯৮	১১৮৫
৭	নগর নির্মান নিরাপত্তা প্রকল্প (ইউবিএসপি)	১৪৯.৬২	৯
৮	এসএমই উন্নয়নের জন্য আর্থিক খাত প্রকল্পের (এফএসপিডিএসএমই) তহবিল (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন)	১৫২২.৯৪	২৫৪৭
৯	কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এন্ড ক্রাইসিস রেস্পন্স ফ্যাসিলিটি প্রজেক্ট (CECRFP)	২৯৮৮.৮৮	২৪৯১২
১০	বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তা সংস্কার এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (SREUP)	৪৬৮.১২	৪৭টি ফ্যাক্টরি, ১৯১৯৩১ জন শ্রমিক
১১	কোভিড-১৯ পরবর্তী ক্ষুদ্র পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়তা প্রকল্প (SPCSSECP)	১২৪৯.৯৭	২০৯০৭
১২	লাইন অফ ফাইন্যান্স টু সাপোর্ট এসএমই প্রজেক্ট (এলএফএসএসপি)	৭৩.৫২	৬৫
১৩	সিএমএসএমই স্টিমুলাস প্যাকেজ (২০০০০ কোটি টাকা)	৬১১.৪৮ (৩য় পর্যায় জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)	
১৪	স্টার্ট আপ ফান্ড	(ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফান্ড থেকে অর্থ বিতরণ হচ্ছে)	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে নতুন ৫৭ টি মাঝারি শিল্প, ২,১৮১টি ক্ষুদ্র ও ৪,৬৩১টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ৩০৬৩.৪৬ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২৮৮.৯৩ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ১১৬৮.৭৪ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ১৬০৫.৭৯ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৫৮,১১৪ জন লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

- **বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান**

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৮২টি শিল্পনগরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৬,২০০ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১১,২৭১ টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৭০৪ টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৮২টি শিল্পনগরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৬,৪৫৫.৯৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৬৩,৫৭১.৭৩ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে যার মধ্যে ৩১,৭৫৭.০২ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানীকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্পখাত থেকে। এতদসংক্রান্ত অবদানের তথ্য সারণি ৮.৭ ও ৮.৮ এ উপস্থাপিত হয়েছে :

সারণি ৮.৭: বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

১	মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা	:	৮২ টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	:	১২৩৬০ টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	:	১১২৭১ টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৬২০০ টি
৫	উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৪৭০৪ টি
৬	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৮৮৭ টি
৭	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৫৬৪৫৫.৯৮ কোটি টাকা
৮	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৮.২৫ লক্ষ জন
৯	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২৩-২৪ অর্থবছর)	:	৬৩৫৭১.৭৩ কোটি টাকা
১০	রপ্তানীকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২৩-২৪ অর্থবছর)	:	৩১৭৫৭.০২ কোটি টাকা

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.৮: বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

ক্র:নং	অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
১	২০১৬-১৭	২০১৭৮	৫৫২৬২	৫.৬৪
২	২০১৭-১৮	২৫৪১৮	৫৯১০৭	৫.৭৯
৩	২০১৮-১৯	২৭৬৮৯	৫০৬৮২	৮.২৪
৪	২০১৯-২০	৩৯২১৭	১৩৬৯৯৮	৮.২৫
৫	২০২০-২১	৪১২১৭	৬০৯৪৪	৮.২৫
৬	২০২১-২২	৪৩২৫৯	৭৬৪১০	৮.২৫
৭	২০২২-২৩	৪৫৩৯৪	৬৩৭১৬	৮.২৫
৮	২০২৩-২৪	৫৬৪৫৫	৬৩৫৭১	৮.২৫

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

- **বিসিকের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম**

দারিদ্র্য বিমোচনে বিসিকের ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২১০০ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫৯.৭৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড**

উল্লিখিত কর্মকান্ডের বাইরে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে যে সব উল্লেখযোগ্য সেবা সহায়তা প্রদান করেছে, বিগত বছরগুলোর সাথে তার একটি তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৮.৯: বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত সেবাসমুহ

ক্র: নং	সহায়তার ক্ষেত্র		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
০১	শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন প্রদান	মাঝারি শিল্প	-	১৪	১৪	২১	৪৩	৮৫	৬৮	৪৮
		ক্ষুদ্র শিল্প	৮৬৯	৬৪৭	৬১৭	৬২৫	১৯১২	২০২১	১৫৭১	১৬৪৯
		কুটির শিল্প	২০৪১	১৮৩৮	১৭০৬	১৬১৯	৫৪০৪	৫৮০৭	৩৫৬৮	৪২৩৭
০২	নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ		২৪৪৮	২৮৩৩	২৯৩৯	২৭৮৩	৩৫৭১	২৭৮৫	২৬৭৪	২৯০০
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন		৪৮৬	৫০৪	৫৬৫	৪৬১	৫২০	৫২২	২৭৭	২৬৭
০৪	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৪২৩	৪৩৬	৪১৬	৩৮৭	৪২৩	৪০৪	২২৩	২২১

ক্র: নং	সহায়তার ক্ষেত্র	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
০৫	সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন	৬১	৬০	৫৩	৬৩	৬৬	৬০	৭০	৬৬
০৬	মেলা আয়োজন (অনলাইনসহ)	১৮	১৮	১৫	১৪	২১	১০০	৩২	৩২

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) সরকারি খাতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা। দীর্ঘদিন থেকে সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে বিসিআইসি ৯ টি শিল্প কারখানা পরিচালনা করছে। কারখানাগুলোর মধ্যে ৫ টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্স্যুলেটর কারখানা রয়েছে। সম্প্রতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্বল্পতার কারণে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. ও উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি লি. কারখানা ২টির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশই বিভিন্ন রাসায়নিক সার যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যগুলো হচ্ছে কাগজ, ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারীওয়্যার। স্থানীয় ও বিদেশি যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ১০টি প্রতিষ্ঠানের সাথেও বিসিআইসি জড়িত রয়েছে।

বিসিআইসি'র চালু কারখানাসমূহ:

১। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.
২। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.
৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.
৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লি.
৫। টিএসপি কমপ্লেক্স লি.
৬। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লি.
৭। কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি.
৮। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.
৯। উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি লি.
১০। বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লি.

বিসিআইসি'র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাসমূহ

১। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.
২। সানোফিস (বাংলাদেশ) লি.
৩। বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লি.
৪। নোভার্টিস (বাংলাদেশ) লি.
৫। সিনজেনটা (বাংলাদেশ) লি.
৬। ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. (বন্ধ)
৭। বাল্ক ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লি. (বন্ধ)
৮। মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.
৯। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড অ্যাগ্রো কেমিক্যালস লি.
১০। সৌদি-বাংলা ইন্টিগ্রেটেড সিমেন্ট কোম্পানি লি.

২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় ও আমদানির পরিসংখ্যান নিচের সারণি ৮.১০-এ প্রদান করা হলো:

সারণি: ৮.১০: ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯৪৩৯৭৪	৭৬৪০০৬	৮১	২৫০০০০০	২৪২৭৪৬৭	৯৭	১৪১৯১৪৯
২০১৮-১৯	৮১০০০০	৭৮৮৪৩৫	৯৭	২৫৫০০০০	২৫৯৪০৯৩	১০২	২০৪৫৭১৫
২০১৯-২০	৯০০০০০	৭৯৬৫৯৮	৮৬	২৬৫০০০০	২৫০৯৭২৬	৯৪.৭১	১৬৯৯৭৬৪
২০২০-২১	১১৬০০০০	১০৩৩৯১৩	১১৫	২৫৫০০০০	২৪৬৩৪১৯	৯৬.৬০	১৩০৭৭২৭
২০২১-২২	১২২০০০০	১০১০৩০৪	১০৬	২৬৬৯১০০	২৬৬৩০৮২	৯৯.৭৭	১৭০৪৭০১
২০২২-২৩	১৩১০০০০	৭৪১১৮১.০৫	৫৭	২৭৭০৮৫০	২৭৫২২৬২	৯৯.৩৩	২০৭৪৪৯৩
২০২৩-২৪	১২০০০০০	৬৭১৬৬৫	৫৬	২৭০০০০০	২৬২৩৪১৭	৯৭.১৬	১৭৪৭৫৭২

উৎস: বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর তথ্য মতে দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

ক্যারু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেডের ডিস্টিলারি ইউনিট ৬০ লাখ প্রুফ লিটারের লক্ষ্যমাত্রা ৬০.২৯ লাখ প্রুফ লিটার স্পিরিট উৎপাদন করেছে, আর ভিনেগারের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২০,০০০ লিটারের বিপরীতে ১২,৬২২ লিটার

হয়েছে। এছাড়া, জৈব সারের উৎপাদন ২,২০০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৬২০ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমে ছয়টি চিনি কারখানার মাড়াই কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসএফআইসি ৪৫,০১০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০,৮১৮.৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ডিস্টিলারি ইউনিটের লক্ষ্যমাত্রা ৬০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট উৎপাদনের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৬০.২৯ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট, ২০,০০০ লিটার ভিনেগার উৎপাদনের বিপরীতে ১২,৬২২ লিটার ভিনেগার এবং ২২০০ মে.টন জৈব সার উৎপাদনের বিপরীতে ১৬২০ মে. টন জৈব সার উৎপাদন হয়েছে।

সংস্থাটির একমাত্র প্রকৌশল কারখানা রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকৌশলজাত পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৭০০.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ২৭৫.০০ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদন করেছে। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত বিএসএফআইসি জাতীয় রাজস্ব খাতে মোট ১৪১ কোটি টাকা শুল্ক ও কর প্রদান করেছে, যা দেশের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন আখ আবাদ, আখ উৎপাদন, মাড়াই এবং চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক পাঁচ বছর মেয়াদি রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসএফআইসি ও ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর যৌথ উদোগে আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করতে ০৬ টি চিনি কলের প্রগতিশীল আখচাষিদের ৩৩ একর জমিতে বীজবর্ধন প্রদর্শনী ক্ষেত স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, বিএসএফআইসি তার অধীন চালু নয়টি চিনি কলে আখ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-এর সঙ্গে যৌথভাবে গুনগত ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে কাজ করছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বৈদ্যুতিক ক্যাবল, ট্রান্সফরমার, টিউব লাইট, সুপার-এনামেল কপার ওয়্যার, এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ, এমএস রড, সেফটি রেজার ব্লেড এবং বাস, ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মতো সড়ক পরিবহন যানবাহন উৎপাদন করে বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এই উচ্চমানের পণ্যগুলো দেশের বিদ্যুতায়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে, বিএসইসি মোট ১১৬.১৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করেছে এবং ২০৮.৮০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে ১৩.৪৭ কোটি টাকার মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করেছে। করপোরেশনটি জাতীয় রাজস্ব খাতে ৪০.১৮ কোটি টাকা কর প্রদান করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসইসি-এর উৎপাদন ৪৩০.৮০ কোটি টাকা পৌঁছেছে এবং ৬৭৮.৬৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে ৫৮.৬৪ কোটি টাকার মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করেছে এবং কর পরিশোধের পরিমাণ ২১২.৪৬ কোটি টাকা। পুরো অর্থবছরের জন্য ৯১.৪৮ কোটি টাকা নিট মুনাফা এবং মোট ৩৪৬.৩০ কোটি টাকা কর প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিল্প সেক্টর

শিল্প সেক্টরের আওতায় ৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত কাঠ এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত। এসব ইউনিট কাঠের স্থায়িত্ব ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কাঠের সিজনিং ও ট্রিটমেন্টও পরিচালনা করে। অপর ৫টি ইউনিটে বাণিজ্যিকভাবে উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি হয়ে থাকে। বাকি ৫টি ইউনিট দরজা, জানালা, ফ্রেম, ডানেজ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ এবং সোফা সেটসহ উচ্চমানের বাণিজ্যিক আসবাবপত্র উৎপাদনে নিয়োজিত। ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই শিল্প খাতের মুনাফা যথাক্রমে ৪,৯৪২.৫৫ লাখ টাকা, ৪,৫৪৯.০০ লাখ টাকা, ৩,৭৬৫.০০ লাখ টাকা এবং ৩,৫৬৬.২৮ লাখ টাকা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে BFIDC মোট ২,৫৯১ মেট্রিক টন রাবার রপ্তানি করে ৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪,৪৫৯.৩৭ লাখ টাকা) আয় করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট উৎপাদিত রাবারের ৫০ শতাংশ রপ্তানি করা হয়েছে যার মোট পরিমান ৪০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩৩,৯৯৭.৩০ লাখ টাকা)। BFIDC সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে রাবার চাষ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে কাঁচা রাবার যানবাহনের টায়ার ও টিউব, হোস পাইপ, বালতি, গ্যাসকেট, অয়েল সিল এবং বস্ত্র ও পাটশিল্পের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে অর্থনৈতিক জীবনচক্র শেষে পৌঁছানো রাবার গাছ সাধারণত জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত রাবারকাঠ সোফা, খাট, দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল এবং বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারণি ৮.১১ তে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিএফডিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি: ৮.১১ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রম	জমার খাত	অর্থবছর							
		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
১.	ভ্যাট	৭১৬.০০	৯৪৬.২৮	৮২৭.৩০	১০৪৭.৭০	১৮৯৮.৮৬	২১৮৩.৫৩	১৬৯৬.৯৭	৩৪২৬.০২
২.	বিক্রয় কর	৪৭.৪৯	৯৬.৪০	৬.২২	৪.৭৫	১০.৭৪	২৮.৯৪	২৬৮.২১	৪২৬.৮৮
৩.	আয়কর (বেতন)	-	৫.৯৫	৪.৯২	১০.৮৯	৭.৭০	৬.৩৮	৬.১৬	৫.৩৫
৪.	রয়ালটি	-	-	-	১৩৮.৯৩	-	-	-	-
৫.	আয়কর (কর্পোরেশন)	৩১৫.০০	৯৪.০০	২৭০.০০	৫২৮.১৫	১৩৪.৭৬	৪৫৫.৪৩	৭৫৪.৬৬	৩৯৪.০৮
৬.	অন্যান্য ট্যাক্স	৪৪১.৪০	১২৩.০৭	৩০০.০০	-	৭২০.৫০	১২৮০.২৪	৩৩১.৬৬	১৪৬৭.৩৫
৭.	লভ্যাংশ	-	-	-	-	-	-	-	২৫.০০
উপমোট=		১৫১৯.৮৯	১২৬৫.৭	১৪০৮.৪৪	১৭৩০.৪২	২৭৭২.৫৬	৩৯৫৪.৬২	৩০৫৭.৬৬	৫৭৪৪.৬৮
৮.	ডিএসএল (মূল ঋণ)	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট		১৫১৯.৮৯	১২৬৫.৭	১৪০৮.৪৪	১৭৩০.৪২	২৭৭২.৫৬	৩৯৫৪.৫২	৩০৫৭.৬৬	৫৭৪৪.৬৮

উৎস: বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

সম্প্রতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বস্ত্রশিল্পকে বিকাশের লক্ষ্যে বিটিএমসি নারায়ণগঞ্জের চিত্তরঞ্জন কটন মিলসে ১টি 'টেক্সটাইল পল্লী' উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই অঞ্চলে একটি আধুনিক পোশাক কারখানা চালু হয়েছে, যেখানে প্রায় ৬০০ শ্রমিক ও কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। উৎপাদিত পোশাক মূলত ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানি করা হয়।

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA) দ্বারা পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুমোদিত ১৬টি টেক্সটাইল মিলের মধ্যে ২টি-ঢাকার ডেমরায় আহমেদ বাওয়ানি টেক্সটাইল মিলস এবং গাজীপুরের টঙ্গীতে কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস পিপিপি'র মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে চুক্তিস্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। আহমেদ বাওয়ানি টেক্সটাইল মিলস ইতোমধ্যেই উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেখানে প্রায় ২,৬০০ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন। কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলসের জন্য নির্ধারিত নতুন জমি ১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া, CCEA RR টেক্সটাইল মিলসের জন্য প্রাণ কনসোর্টিয়াম এবং রাজশাহী টেক্সটাইল মিলসের জন্য চোরকা টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডকে PPP অংশীদার হিসেবে CCEA অনুমোদন দিয়েছে। ০৩টি মিল (সিলেট টেক্সটাইল মিলস, কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস এবং ভালিকা উলেন মিল) দীর্ঘমেয়াদি লিজ চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য রাঙামাটি টেক্সটাইল মিলস চালুর প্রয়াশ অব্যাহত আছে।

০৩টি বিটিএমসি মিল-সিলেট টেক্সটাইল মিলস, কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস এবং ভালিকা উলেন মিল দীর্ঘমেয়াদি লিজ চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য রাঙামাটি টেক্সটাইল মিলস চালুর প্রচেষ্টা চলছে। বিটিএমসি মিলগুলোকে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) বা লিজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা হলে এটি দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে যা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

বস্ত্র অধিদপ্তর

শিল্পটিতে যোগ্যকর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে। এই উদ্যোগকে সহায়তা করতে ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ১২টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং ৯টি প্রকৌশল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধিদপ্তরটির প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল শিল্পকে সহায়তা ও সেবা প্রদান, খাতের জন্য দক্ষ জনশক্তি গঠন এবং টেক্সটাইল শিক্ষার বিকাশে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত যা দেশের ঐতিহ্য ও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি এবং বছরে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র প্রায় ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশেরও বেশী তাঁতশিল্প যোগান দিয়ে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ২,২৬৯.৭০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প জাতির ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং একটি প্রধান অর্থনৈতিক খাত। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের অবস্থান। নারীদের কর্মসংস্থানেও এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।বর্তমানে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছে। দেশে বর্তমানে ২,৯০,২৮২টি হাতকাটা তাঁত চালু রয়েছে, যা বছরে প্রায় ৪৭৪.৭৪ মিলিয়ন মিটার কাপড় উৎপাদন করে। এই শিল্প দেশীয় কাপড়ের চাহিদার ২৮ শতাংশের বেশি পূরণ করে এবং জাতীয় জিডিপিতে প্রায় ২২.৬৯৭ বিলিয়ন টাকা অবদান রাখে।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশে রেশমচাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প, যা প্রায় ৬,৫০,০০০ গ্রামীণ বাসিন্দার, বিশেষ করে নারীদের, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করে। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত এই খাতে বর্তমানে বছরে চারটি উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদিত হয়, যা সারা বছর মুলবেরি চাষের সুযোগ থাকলে বারোটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। চীন ও ভারতের রেশমচাষ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সরকার এই শিল্পের প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বেসরকারি রেশম চাষের জন্য ৪ শতাংশ ঋণ ভর্তুকির সম্ভাবনা পরীক্ষা করছে।

অধিকন্তু রেশম চাষ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সহস্রাধিক বছর ধরে "বঙ্গের রেশম" নামে খ্যাত রাজশাহী সিল্কের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। ১৬ বছর বন্ধ থাকার পর ২০১৮ সালে রাজশাহী রেশম কারখানা পুনরায় চালু হওয়ায় ২০টি সংস্কারকৃত তাঁতে কিছু উৎপাদন পুনরুদ্ধার হয়েছে, এবং ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা বর্তমানে বেসরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। রাজশাহী রেশম ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যা এর স্বতন্ত্র গুণাবলির সনদ প্রদান করে। রাজশাহী ও ঢাকার শোরুমে এখন দেশীয় রেশমী কাপড় প্রদর্শিত হচ্ছে যেখানে ৪৭,১৪৮ মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের রেশম শিল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১৩ এ দেওয়া হলো:

সারণি ৮.১২: সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (মেট্রিক টন)	রেশম সুতা (মেট্রিক টন)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশম তাঁতি
২০১৬-১৭	৪.৩৯	১৩০.০০	০.৭৯	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়:৩৭.০৯ ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৭-১৮	৪.১৬	৯৯.০০	০.৯৩	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭(ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৮-১৯	৪.৩১	১৮৩.০০	১.০২	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৯-২০	৪.৫২	২০০.০২	১.২১	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২০-২১	৪.০০	১৪৫.০০	১.০৯৯	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২১-২২	৪.৬০	২১৫.০০	১.২৬৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২২-২৩	৫.৪৮	২২৪	১.২৫৪	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০২৩-২৪	৩.৭১	১৪৯.০০	১.১৩৪	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)

উৎস: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

ইজারা ভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুনরায় চালুর পরিকল্পনা নিয়ে সরকারি নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকলের উৎপাদন ১ জুলাই ২০২০ সালে বন্ধ করা হয়। এখন পর্যন্ত ১৪টি পাটকল লিজ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৬টি উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছে, এবং বাকিগুলোর লিজিং প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত মোট ৩৪,৭৫৭ জন শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৩৪,০০০ জন শ্রমিকের ব্যাংক হিসাবে মোট পাওনার ৫০ শতাংশ হিসেবে ১৭৬৪.০৭ কোটি টাকা নগদে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ অর্থ সামাজিক সুরক্ষার আওতায়

পরিশোধ করা হয়। এদিকে পলিথিনের টেকসই বিকল্পের বিশ্বব্যাপী চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের (BJMC) অর্থায়নে ঢাকার ডেমরায় লতিফ বাওয়ানি পাটকলে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব "সোনালি ব্যাগ" উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের জুনে সমাপ্ত এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার কারণে বৃহৎ পরিসরে টেকসই সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের জন্য একটি বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

২৬ মার্চ ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (BTMC) বর্তমানে ২৫টি মিল পরিচালনা করছে।তম্মধ্যে ১৬টি মিল অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA) কর্তৃক অনুমোদিত পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) কাঠামোর আওতায় পুনরায় চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার ডেমরায় আহমেদ বাওয়ানি টেক্সটাইল মিলস এবং গাজীপুরের টঙ্গীতে কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস PPP চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যেখানে আহমেদ বাওয়ানি টেক্সটাইল মিলস ইতোমধ্যে উৎপাদন শুরু করেছে এবং প্রায় ২,৬০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। সম্প্রতি, CCEA রাজশাহী টেক্সটাইল মিলসের জন্য "চরকা টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড" এবং RR টেক্সটাইল মিলসের জন্য "প্রাণ কনসোর্টিয়াম" কে PPP অংশীদার হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। ০৩টি মিল (সিলেট টেক্সটাইল মিলস, কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস এবং ভালিকা উলেন মিল) দীর্ঘমেয়াদি লিজ চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য রাঙামাটি টেক্সটাইল মিলস চালুর প্রয়াশ অব্যাহত আছে। এছাড়া, BTMC নারায়ণগঞ্জের চিত্তরঞ্জন কটন মিলসে একটি "টেক্সটাইল পল্লী" প্রতিষ্ঠা করছে, যা ছোট ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশে সহায়ক হবে; এখানে একটি আধুনিক পোশাক কারখানায় বর্তমানে ৬০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এবং উৎপাদিত পোশাক ইউরোপে রপ্তানি করা হচ্ছে।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়। জেডিপিসি পাটের বহুমাত্রিক ব্যবহারের ধারনা প্রচার, উদ্যোক্তা তৈরি, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কাঁচামাল সরবরাহ, ডিজাইন উন্নয়ন ও বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তার মাধ্যমে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায়ে পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেডিপিসি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় ০৬টি সার্ভিস সেন্টার ও ০৬টি কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপন করেছে। জেডিপিসি পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য উৎপাদন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করছে। এছাড়াও, এটি বৈশ্বিক বাজারে অংশগ্রহন বাড়াতে নিজ সদর দফতরে আন্তর্জাতিক মানের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। JDPC-এর প্রধান উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে মেলা, প্রদর্শনী ও কর্মশালার মাধ্যমে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের সচেতনতা বৃদ্ধি; উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান; উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন; নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান; এবং RMB-এর মাধ্যমে কাঁচামাল সরবরাহ।

পাট অধিদপ্তর

পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে পাট অধিদপ্তর (DoJ) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে একটি টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক পাট খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সহায়তা ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ করে পাট শিল্পের প্রবৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ ও পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩" এর মতো মূল বিধানসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এছাড়াও, অধিদপ্তর পাট সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য লাইসেন্স প্রদান করে রাজস্ব সংগ্রহ করে। পাট আইন-২০১৭ এবং সংশিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী লাইসেন্স ফি ও পরিদর্শন চার্জ থেকে রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি স্তিতিশীল রয়েছে। কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা এবং বাজার মূল্যের ওঠানামার কারণে অস্থির থাকে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ কার্যকর হওয়ার ফলে বিশেষ করে ১৯টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মোড়কীকরণের জন্য পাটের বস্তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পাট শিল্পের বিকাশে সহায়তা হচ্ছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে (ইপিজেড) দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড যথা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে। এছাড়াও, চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় ১,১৩৮ একরজুড়ে বিস্তৃত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি বছরের শেষ নাগাদ এটি কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জুন ২০২৪ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন ইপিজেডে মোট ৪৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আরও ১০৩টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম ইপিজেডে সর্বাধিক সংখ্যক সক্রিয় শিল্প ইউনিট (১৪৫) রয়েছে, এর পর রয়েছে ঢাকা ইপিজেড (৮৮), কুমিল্লা ইপিজেড (৪৯), আদমজি ইপিজেড (৪৭), কর্ণফুলী ইপিজেড (৪৩), মোংলা ইপিজেড (৩৪), উত্তরা ইপিজেড (২৫), ঈশ্বরদী ইপিজেড (২২) এবং বেপজা ইকোনমিক জোন (৩)। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের শিল্প সম্প্রসারণে বেপজার প্রতিশ্রুতি ও বিনিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক কেন্দ্র হিসেবে দেশের অবস্থান সুসংহত করতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে।

জুন ২০২৪ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,৭৮৭.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বেপজা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে প্রকৃত বিনিয়োগ অর্জিত হয়েছে ৩৫০.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। এই শক্তিশালী বিনিয়োগ প্রবাহ বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে দেশি ও বিদেশি উভয় বিনিয়োগকারীর জন্য কৌশলগত আহবানকে প্রতিফলিত করে।

ইপিজেডসমূহ থেকে রপ্তানি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ১১০.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একমাত্র ২০২৩-২৪ অর্থবছরেই এই অঞ্চলগুলো থেকে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭,০৭৫.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৭.৩৪ শতাংশ। বর্তমানে ইপিজেডভিত্তিক পণ্যসমূহ বিশ্বের ১৩৯টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে, যা তাদের বৈশ্বিক প্রসার ও অর্থনৈতিক গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, ইপিজেডসমূহে ৫,০০,১১০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিক কর্মরত রয়েছেন, তম্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী, যা নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সারণি ৮.১৩ এ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ইপিজেডভিত্তিক কার্যরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য, সারণি ৮.১৪-এ ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সারণি ৮.১৫-এ ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ৮.১৩: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	**বাস্তবায়নাধীন**			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৪৫	১০	২১১৬.৫৬	৪২৬৪৭.৭৩	১৬৯৯১৫
ঢাকা ইপিজেড	৮৮	৪	১৭৯৮.৮২	৩৬০৭২.৩৬	৮০০৮৬
আদমজী ইপিজেড	৪৭	১২	৭৬৬.২৯	৮৭১০.৩১	৬৪১৮৪
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৯	৬	৫৮৯.২৩	৬২৬৫.৪১	৫০৪২৮
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪৩	৬	৭৪৩.৫৬	১১৫১১.২৮	৭২১০০
ঈশ্বরদী ইপিজেড	২২	১৫	২৬৮.৯৪	১৭৫৬.৪৯	১৮১৬৫
মোংলা ইপিজেড	৩৪	৯	২৩৫.৫৪	১২৪১.৯৪	১০০৫৫
উত্তরা ইপিজেড	২৫	৮	২৪৮.৬৪	২৫৮১.২৮	৫৩০৪০
বেপজা ইপিজেড	৩	৩৩	২০.৩৯	০.২৪	১৩৭.০০
মোট=	৪৫৬	১০৩	৬৭৮৭.৯৭	১১০৭৮৭.০৫	৫০০১১০

উৎস: বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৪: ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১৪২	২৮৩৩.৩৬	৩২৮২৫০
২.	গার্মেন্টস্ অ্যাক্সেসরিজ	৮৬	৮৮৪.৪২	১৬৩৬২
৩.	টেক্সটাইল	৩০	৭৯৮.৪৩	২৩৬৭৬
৪.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৪	৩৭৪.০১	৩১৩৬৭
৫.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	২২	৩৩৯.৬৭	১২৪৬৩
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৭	১৯১.৭৯	৩৫৯৩
৭.	তাঁবু	১৫	১৮৩.০৪	১৭১৯৩
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	১০৭.৯৩	৪৭৬৬
৯.	সেবা খাত	১১	৭২.৯০	১১৭৪
১০.	ধাতব শিল্প	১০	৪৪.৩৯	১৫৯৩
১১.	টেরি টাওয়েল	৭	২৯.১৯	১৮৮১
১২.	কৃষিজাত শিল্প	৫	২.৬৩	৮
১৩.	টুপি	৫	৭৩.৫৭	৬৩৫৬
১৪.	কেমিক্যাল শিল্প	৪	১৪.২৩	৭৬
১৫.	পাটজাত দ্রব্য	৪	৩৩.৮৩	৭৪৪
১৬.	লাগেজ/ব্যাগ	৪	৪৩.৬৮	৬৩৩৮
১৭.	মোড়ক সামগ্রী	৪	৫.৩২	১৫৬
১৮.	সু অ্যাক্সেসরিজ	৩	৮.১৮	১৯১
১৯.	সুতা	২	২৮.৪২	৫৪৪
২০.	আসবাবপত্র	২	৩৪.৮২	৫৩৩
২১.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১৫২.৬৮	১৮৭
২২.	খেলনা	২	৬৩.৮৭	৫০২৩
২৩.	সিগারেট	১	২.৩০	৮১
২৪.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪৫.৮৪	১৩৫৪
২৫.	বিবিধ	৩৫	৩১২.৯৫	২১৪৮২
	সর্বমোট=	৪৫৬	৬৭৮৭.৯৭	৫০০১১০

উৎস: বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৫: ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৭০.১২	৬৮.৬৯	৭৬.১৪	৮৮.৫০	৮০.২৬	৭১.০৭	৬০.৫৬	৬১.৪৮
	রপ্তানি	২০৯১.৩০	২২০০.৩০	২২০৬.৩১	১৮১৪.৫৬	১৬৫৯.৮২	২১২২.৮৭	১৮০১.৯৩	১৬৯১.২১
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৯০.৫৭	৮৬.১৯	৭৫.৬৯	৫৩.৩৭	৮৮.৫৩	৮৮.৮৬	৮৬.৬৩	৮০.৪৮
	রপ্তানি	২২৫৪.১৬	২৪৪২.২০	২৩৯১.৬৯	২০৯২.৪৪	২১১৯.৪৬	২৫৮৯.৭৯	২৪১৯.২০	২১১৫.৯৭
মোংলা	বিনিয়োগ	৬.১৫	১১.৭৮	১০.১৭	১৬.১৫	৩.৭৪	১৮.৬৮	৬০.৯৯	৬৬.৮৩
	রপ্তানি	৪৫.৭৯	৫২.৫৫	৮৯.৪৪	৯১.৮৬	৯৩.৬৫	১৫৮.২৪	১৪৬.২৭	১২৫.০৬
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	২৯.৩২	৩১.৫১	৩১.০৮	৩৮.৪৩	৬১.০২	৬৭.৪৬	৫০.২৩	২৫.৪৯
	রপ্তানি	৩৩৭.৩৯	৪০৮.২৬	৪৯০.৭৬	৪৬৪.৪০	৫৬৫.৮৬	৮১৪.৮২	৭৯০.৯৫	৭১১.৩৭
উত্তরা	বিনিয়োগ	২৪.৫৬	২০.৪২	৩১.০২	১৪.০১	১২.৫৬	৫.১৮	১১.৭৯	১৫.০৮
	রপ্তানি	২২৭.০৭	২২৪.৯৩	২৯৩.৭৬	২৩০.৯৪	২৩৭.২১	৩৭৬.৬৬	৩৫৬.৩১	২৭৮.৯০
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	২০.০৭	২০.১৭	৮.১৮	৭.৮৫	১২.৪৪	৪২.৭৮	৩৫.৩২	২৫.৬০
	রপ্তানি	৯৬.৫৫	১৩১.৩৯	১৫০.২২	১২৫.৪৬	১৫৯.৭২	২০৯.০৬	২১১.৭৫	২১৭.৫৮
আদমজী	বিনিয়োগ	৫০.৩৬	৫০.১৬	৫০.২২	৩১.৭৩	৪৫.২৫	৭০.৬২	৫১.৩২	৪৫.৪৫
	রপ্তানি	৬৪৪.০০	৭৬২.১০	৮২৬.৪০	৭৪১.৮৩	৭০৪.৮৬	৯৩৫.৭৬	৯২৮.৪০	৯১৫.৭৯
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৫১.৩২	৫০.৬৭	৫০.৯০	২৫.৬১	৩৬.৯৭	৪৫.১৫	২৯.৬২	২০.২৮
	রপ্তানি	৮৫৩.০৮	৯৭৬.৮৫	১০৭৫.৫২	৯২৭.৬২	১০৯৬.৪৯	১৪৪৮.৬৯	১১৮৫.৫৫	১০১৮.৯৮
বেপজা	বিনিয়োগ	--	--	--	--	--	--	১০.১৬	১০.২৩
	রপ্তানি	--	--	--	--	--	--	০	০.২৪

উৎস: বেপজা, (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।)

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা অবস্থিত বেপজা ইকোনমিক জোনে মোট ৫৩৯টি শিল্প প্লট উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৭৯টি প্লট বর্তমানে বরাদ্দের জন্য প্রস্তুত। যদিও এই জোন এখনো নির্মাণাধীন,

বিনিয়োগকারীদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩৬টি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের কাছে ২১৯টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৪১.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ১,৩৩,৭৫৯ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। বেপজা ইকোনমিক জোনে মোট ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যেখানে ৫,০০,০০০ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ১০.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ৩টি কোম্পানি ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে, যেখানে ১,৫৯৮ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুবিধার্থে দ্রুত সেবা প্রদান এবং সেবার মান উন্নত করতে বাংলাদেশ সরকার "ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট-২০১৮" প্রণয়ন করেছে। এর বাস্তবায়নের জন্য "ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন) বিধিমালা, ২০১৯" প্রণয়ন করা হয়েছে। বেপজা One Setp Service (OSS) এর মাধ্যমে ইপিজেডসমূহের বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত অধিকাংশ সেবা একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহের আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হতে মোট ৭,৭১,৭৭৯টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, নিজস্ব ৭,৩০,১৯৫টি সেবা ও অন্যান্য সংস্থা সংশ্লিষ্ট ১৬০টি সেবাসহ ইপিজেডগুলোর আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্রগুলো মোট ৭,৩০,৩৫৫টি সেবা প্রদান করেছে।

অধিকন্তু, জ্বালানি চাহিদা পূরণে সহায়তা করতে ঢাকা ইপিজেড ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে মোট ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্যান্য ইপিজেডেও নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি অনুযায়ী, এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইপিজেডে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে বিক্রির অনুমতি পেয়েছে। এই উদ্যোগ ইপিজেড এলাকার বাইরেও বিদ্যুতের চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

শিল্পঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ (মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৬ এ দেখানো হলো:

সারণি-৮.১৬: শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৫৫০০.৫৯
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	৬২১৫৫.০৮	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	৫২০৯৪.৫৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫৬২৯.০৫	৭০৭৬৮.১৭	৩৪৬৩৯৭.২২	২০২৯৮০.৪৮	৭০১৯৩.০৮	২৭৩১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯	৩১৯০০৬.৯৮	৮০৮৫০.০৮	৩৯৯৮৫৭.০৫	২৪৩১৯৪.০৫	৭৬৫৬৮.৮১	৩১৯৭৬২.৮৭
২০১৯-২০	৩১২১৩৪.০১	৭৪২৫৭.০২	৩৮৬৩৯১.০৩	২৫৬৬০৫.৭৭	৬৯৭২৩.৮৯	৩২৬৩২৯.৬৬
২০২০-২১	৩২৪৮২৬.১১	৬৮৭৬৫.২৬	৩৯৩৫৯১.৩৭	২৮৫৪৭৭.৮০	৫৮৪৮৮.৭০	৩৪৩৯৬৬.৫০
২০২১-২২	৪০৯১৫৬.২২	৭২৩৬০.৯৫	৪৮১৫১৭.১৬	৩০৯৮৫৬.৫৭	৬৪৮৬২.৫৯	৩৭৪৭১৯.১৬
২০২২-২৩	৪৬৭১৭২.০৩	৯৫১৭২.০১	৫৬২৩৪৪.০৪	৩৭১৯৯৮.৪৯	১০৬৩৫৪.০৪	৪৭৮৩৫২.৫৩
৭১২৪৩.৭৮	৩৭৫৫৬৩.০৯	৮১৯৭২.৫৯	৪৫৭৫৩৫.৬৮	২৮৩৭০৪.৯৮	৭১২৪৩.৭৮	৩৫৪৯৪৮.৭৬

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ।* ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টার (জুলাই, ২০২৩ -মার্চ, ২০২৪) এর তথ্য ।

ঋণ বিতরণ ও আদায় প্রবণতা ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ কিছুটা কমলেও আদায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে পুনরায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমান বৃদ্ধি পায়। পায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ০৩ প্রান্তিকে (জুলাই ২০২৩ - মার্চ ২০২৪) শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৫৭,৫৩৫.৬৮ কোটি টাকা ও ৩৫৪,৯৪৮.৭৬ কোটি টাকা। বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

পণ্য, সেবা এবং পরিমাপের মান নির্ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) হল বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা (NSB)। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনস আইন, ২০১৮ দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৭৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) এবং ১৯৭৫ সাল থেকে CODEX Alimentarius Commission (CAC) এর সদস্য হিসেবে BSTI পণ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। তম্মধ্যে জাতীয় মান প্রণয়ন ও প্রকাশনা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস (BDS)-এর সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য শিল্প কারখানা পরিদর্শন এবং নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন পূরণকারী পণ্যের জন্য সার্টিফিকেশন মার্ক (CM) প্রদান অন্যতম।

মান নির্ধারণের দায়িত্বের পাশাপাশি, BSTI জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য শিল্প কারখানা পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস (BDS) এর বিধিমালা অনুসারে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট এবং পর্যবেক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (BAB) দ্বারা ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (NML), রসায়ন, খাদ্য-ব্যাকটেরিওলজি, এবং পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির স্বীকৃতীপ্রাপ্ত ৪১১টি টেস্ট প্যারামিটারের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতি/অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে জড়িত। BSTI জনস্বার্থে ২৯৯টি পণ্যের জন্য বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন প্রদান করে এবং আমদানিকৃত স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা পরিচালনা করে।

জনসেবা ও শিল্প খাতের চাহিদা আরও ভালোভাবে পূরণের জন্য BSTI তার কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করছে। অপব্যবহার রোধ করতে QR কোড সম্বলিত ওয়েব-ভিত্তিক লাইসেন্স, সার্টিফিকেট এবং পরীক্ষার প্রতিবেদন ইস্যুর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানটি অভিযোগ গ্রহণ ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য একটি হটলাইন (১৬১১৯) চালু করেছে। সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অবকাঠামো আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০টি জেলায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে উন্নততর সেবা প্রদানের জন্য BSTI তার পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রকল্পসমূহ :

- পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প, যার মাধ্যমে বিদ্যমান সুবিধার সাথে আরও ৬৭টি নতুন পরীক্ষাগার যোগ হবে।
- ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাব সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্প আওতায় সায়েন্টিফিক মেট্রোলজি ও লিগ্যাল মেট্রোলজির ২১টি ল্যাব স্থাপিত হবে।

অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে, BSTI ঢাকার বনানীতে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য একটি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে, BSTI জাতীয় মান নির্ধারণে তার ভূমিকা আরও শক্তিশালী করতে, সেবার মান উন্নত করতে এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাজারকে বিশেষত বৈশ্বিক মান অনুযায়ী হালাল সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করতে চায়।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর (DPDT) ২০০৩ সাল থেকে মেধাস্বত্ব (IP) অধিকার পরিচালনা করছে। সংস্থাটি পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর অধীনে পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন, ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ এর অধীনে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন এবং ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) আইন,

২০১৩ এর অধীনে ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের নিবন্ধন করে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মেধাস্বত্বের গুরুত্ব বিবেচনায় পুরনো আইনগুলোর পরিবর্তে বাংলাদেশ ২০২২ সালে পেটেন্ট আইন এবং ২০২৩ সালে শিল্প নকশা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। DPDT দেশব্যাপী মেধাস্বত্ব সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস উদযাপন করে এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সহায়তা কেন্দ্র (TISC) পরিচালনা করে। ডিজিটাল রূপান্তরের অংশ হিসেবে IPAS, EDMS এবং অনলাইন ফাইলিং সেবা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং WIPO সহায়তায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মেধাস্বত্ব নীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। মার্চ - জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত, পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক এবং GI সংক্রান্ত মোট ৫,৪৩৮টি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের আয় হয়েছে প্রায় ৩৩.৭৮ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার, চিনি, বস্ত্র, কাগজ, পশুখাদ্য, চাল, ওষুধ ও পোশাকসহ বিভিন্ন শিল্পের অপরিহার্য অংশ বয়লার এর নিরাপদ পরিচালনা তদারকি ও নিশ্চিতকরণে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় প্রয়োজনীয় কারিগরি সেবা প্রদান করে। সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনপূর্বক পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়লার নিরাপত্তা ও সেবা শক্তিশালী করতে, ১১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বয়লার আইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হয় এবং খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে ৭টি নতুন আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করার ফলে অফিসের সংখ্যা বেড়ে ১০টি হয়েছে। ধান মিলের জন্য নিরাপদ, জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বয়লার ডিজাইন চালু করার পাশাপাশি বয়লার নিবন্ধন ও নবায়ন পরিষেবার ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। নিরাপদ বয়লার পরিচালনার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে মোট ৬৫০টি বয়লার নিবন্ধন, স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত ২৪৯ টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬.২৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB) পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সাযুজ্য নিরূপণ সংস্থাকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মান অনুসারে অ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান করে। ২০১১ সালে BAB তার প্রথম অ্যাক্রেডিটেশন স্কিম চালু করে এবং ২০১২ সালে প্রথম সার্টিফিকেট প্রদান করে। বর্তমানে, BAB টেস্টিং এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, মেডিকেল ল্যাবরেটরি, পরিদর্শন সংস্থা এবং সনদ প্রদানকারী সংস্থাকে নিয়ে চারটি প্রধান অ্যাক্রেডিটেশন স্কিম পরিচালনা করে।

জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB) মোট ১৪৩টি সংস্থাকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে (৮৭টি পরীক্ষা, ২১টি ক্যালিব্রেশন, ৭টি চিকিৎসা, ৩টি সার্টিফিকেশন এবং ২৫টি পরিদর্শন সংস্থা)। এছাড়া, ২,৬৬৩ জন পেশাজীবীকে নিয়ে ৭৫টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, যা জাতীয় মান অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রতি বছর ৯ জুন বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস উদযাপন করে । ২০১৫ সাল থেকে এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাক্রেডিটেশন কোঅপারেশন (APAC) এবং আন্তর্জাতিক পরীক্ষাগার অ্যাক্রেডিটেশন কোঅপারেশন (ILAC)-এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে BAB পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা (Mutual Recognition Arrangement MRA) তে স্বাক্ষর করেছে। ফলে BAB অ্যাক্রেডিটেড সংস্থাগুলোর পরীক্ষার রিপোর্ট ও সার্টিফিকেশন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে, যা প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং ভোক্তা আস্থার বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে। কার্যক্রম সম্প্রসারণ, সেবার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে BAB আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে ০২টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স সেন্টার (BITAC) দক্ষ জনবল গঠন, শিল্প উদ্ভাবনকে সহায়তা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কারিগরি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও দারিদ্র্য বিমোচনকে গুরুত্ব প্রদান করে। বর্তমানে সংস্থাটির ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় ০৫টি কেন্দ্র রয়েছে এবং ভবিষ্যতে গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোরে ০৬টি নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। নবপ্রবর্তিত পেনশন স্কিমসহ সংস্থাটির কার্যক্রম BITAC আইন (আইন নং-১৯, ২০১৯) এবং ২০২২ সালে অনুমোদিত বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়। BITAC-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, যেখানে নিয়মিত প্রোগ্রামে ৩৫,৮৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী, STEP ও SEIP প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশেষায়িত

প্রশিক্ষণ এর অধীনে ও SEPA-এর অধীনে ১০,৫৬৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, BITAC বিভিন্ন শিল্পের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করে, যার মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে ১৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করেছে। প্রধান উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বল্প খরচে নির্মিত এলিভেটর, প্রতিরক্ষা ও পারমাণবিক শক্তি খাতে যন্ত্রাংশ তৈরি এবং জাতীয় সংস্থাগুলোর জন্য কাস্টমাইজড যন্ত্রাংশ তৈরি। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য BITAC ২০১৮ সালে জনপ্রসাশন পদক লাভ করে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

জাতীয় উৎপাদনশীলতা সংস্থা (NPO) শিল্প ও সেবা খাতে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, পরামর্শ সেবা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাপান ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (APO) এর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে, NPO আন্তর্জাতিক মানের পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে যা দেশের কৌশলগত উৎপাদনশীলতা উদ্যোগকে সহায়তা করে।

সংস্থাটি প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করে এবং সারাদেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স আওয়ার্ড" প্রদান করে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে, উৎপাদনশীলতা উদ্যোগের আওতায় সংস্থাটি প্রায় ১,৮০০ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ৮-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। NPO ১৫টি উৎপাদনশীলতা কর্মশালা, ১০টি পরামর্শ সেবা, বিভাগ পর্যায়ে ৮টি সেমিনার সম্পন্ন করেছে এবং ১,০০,০০০ এর বেশি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করেছে। এছাড়াও, উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত ২টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সভাপতিত্বে জাতীয় উৎপাদনশীলতা কাউন্সিল ও কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। APO-এর সহযোগিতায় ২টি প্রতিষ্ঠানে কারিগরি বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হযেছে, এবং দেশের ৬৪টি জেলায় ব্যাপক জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শসেবা প্রদান করে। জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বিআইএম ৭৯,৩৯০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।সংস্থাটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৭টি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৫টি স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে যথাক্রমে ১,৩৪৬ এবং ১,৪২৩ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়াও, ২০২৩ সালে ৩৯৪ জন এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছেন এবং ২০২৪ সালে ৫৫৬ জন নতুনভাবে ভর্তি হয়েছেন। সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স, উৎপাদনশীলতা ও কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ACBA) বিষয়ক বিশেষায়িত ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণকারী যুক্ত রয়েছেন এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (PGD) প্রোগ্রামে ৩১১ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছেন।

iBAS++ এ আর্থিক ও জনবল ব্যবস্থাপনার তথ্য একীভূত করে BIM আইন ও অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে যা সরকারি অনুদানের ব্যবহার ও এর অডিটিং প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। এছাড়াও, ২০২৩-২০২৪ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন, সেবা সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ, এবং নাগরিক সনদ (Citizens' Charter) এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা বজায় রেখে BIM জাতীয় শুদ্ধাচার ও সুশাসন নিশ্চিত করছে। যথাসময়ে প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ নিশ্চিত করে এই সুশাসন কাঠামো সরকারি ক্রয় (procurement) ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে, BIM ডিজিটাল রূপান্তরের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, যেখানে "সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল ডেটা ম্যানেজমেন্ট" এবং "এথিক্যাল হ্যাকিং" এর মতো কোর্স চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) আওতাধীন BdREN-এর সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রোগ্রামগুলোর আওতায় প্রশিক্ষণ সেশন, কর্মশালা এবং PGD কোর্স Zoom-এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে BIM স্টোর অটোমেশন এর জন্য একটি ডিজিটাল ইনভেন্টরি সিস্টেম বাস্তবায়ন

করেছে এবং অফিসের যানবাহন ব্যবস্থাপনার জন্য GPS ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করেছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)

কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) শ্রমজীবি মানুষের আইনগত অধিকার, নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়ান্স নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন করা এই অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিদর্শনের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষকরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩২,৯২৪ টি পরিদর্শন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৮,৪৭২ টি হয়েছে। দেশের শিল্প খাতের সম্প্রসারণের এই যুগে সংস্থাটির পরিদর্শনের ধারাবাহিক বৃদ্ধি কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।পরিদর্শন ছাড়াও শ্রম আইন লঙ্ঘন সম্পর্কিত শ্রমিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত না ঘটাতে ও বিধিবিধানের প্রতি শ্রমিকদের আস্থা বৃদ্ধি করতে তাদের অভিযোগগুলো যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত মোট ৫,৭৯৭টি অভিযোগের মধ্যে ৫,৫৮১টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অভিযোগ বৃদ্ধির এই সংখ্যা অভিযোগ প্রতিকারে যথাযথ ভুমিকা রাখায় সংস্থাটির উপর শ্রমিকদের আস্থা বৃদ্ধির বহিঃপ্রকাশ। অভিযোগের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং উচ্চ নিষ্পত্তির হার অধিদপ্তরটির দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্বে শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণের সুদৃঢ় ভুমিকাকে সমুন্নত করেছে।

DIFE ডিজিটাল উদ্ভাবন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগের মাধ্যমে এর নিয়ন্ত্রক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল সেবা, লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) ২০১৮ সালে চালুর পর থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ডিজিটালভাবে ১,০৫,২৫১টি পরিদর্শন, ৪,৩১০টি কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন, ১৪,১৩৫টি নতুন লাইসেন্স প্রদান এবং ২৭,৮২৬টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। এই সেবাটি অনলাইনে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সুবিধা প্রদান করে নিরাপত্তা গবেষণার জন্য একটি সামগ্রিক ডাটাবেস গঠনে সহায়তা করছে। প্রায় সমপন্ন রাজশাহীতে অবস্থিত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI) শ্রমিকদের নিরাপত্তা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ঘটাবে। অধিকন্তু, সংস্থাটি ২০২১ সাল থেকে শ্রমিকদের শ্রমসম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে একটি বিশেষ হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু করেছে। অধিদপ্তরটি অভ্যন্তরীণ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি অনলাইন ইনভেন্টরি ও রিকুইজিশন সিস্টেম চালু করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত কম্বাইন্ড ইনস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (CIMS) মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প খাতের নিবিড় পরিদর্শন পরিচালিত হচ্ছে এবং গত দুই অর্থবছরে যথাক্রমে ৫,২০৬ টি ও ৫,০০১টি পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। এই ডিজিটাল উন্নয়নসমূহ কর্মস্থলের নিরাপত্তা বিধানে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।